ISSN: 2278-4632
Vol-13, Issue-06, No.01, June : 2023

Akhtaruzzaman Elias er " Chileykothar Sepai" : Prasanga- Gano-Abhyuthhan- Gano Manusher Swapna Ebong Sangram er Dalil

Dr. Shib Narayan Routh, **State Aided College Teacher (Category -1), Department of Bengali, Rajganj College, Jalpaiguri, West Bengal-735134**

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের "চিলেকোঠার সেপাই" : প্রসঙ্গ- গণ অভ্যুত্থান – গণ মানুষের স্বপ্ন এবং সংগ্রামের দলিল

ড. শিবনারায়ণ রাউত, স্টেট এইডেড কলেজ টিচার (ক্যাটেগরি -১), বাংলা বিভাগ, রাজগঞ্জ কলেজ, জলপাইগুড়ি :পশ্চিম বঙ্গ, সূচক-৭৩৫১৩৪

[সারসংক্ষেপ :- বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচিত 'চিলেকোঠার সেপাই' খুবই জনপ্রিয় একটি উপন্যাস। 'চিলেকোঠার সেপাই' ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান প্রেক্ষাপটে রচিত। এই উপন্যাসে লেখক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ফুটিয়ে তুলেছেন গণঅভ্যুত্থান চলাকালীন পূর্ববাংলা বা তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান। দেখিয়েছেন রাজপথের মিছিল, নিয়ে গিয়েছেন আন্দোলনের ভিতর। 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসটি প্রথমে 'রোববার' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, আশির দশকের শুরুতে। সমর মজুমদারের প্রচ্ছদে ১৯৮৬ সালে প্রথমবারের মতো পুস্তক আকারে এই উপন্যাসটি প্রকাশ করে ঢাকার দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই' নানা কারণেই গুরুত্বপূর্ণ একটি উপন্যাস।ব্যক্তির জীবনপরিসরকে কিংবদন্তী, ইতিহাস আর সমকালের এমন অভাবনীয় পটে মেলে ধরেছেন যে তার এই রচনা হয়ে উঠেছে আমাদের জীবনের অস্তিত্বগাথা, একই সঙ্গে বর্তমান ও ভবিষ্যতের মহাকাব্যিক ডিসকোর্স।" চিলেকোঠার সেপাই" উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচিত একটি মহাকাব্যিক উপন্যাস । তৎকালীন গণআন্দোলনের সাথে কৃষক, শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষের একাত্মতা প্রকাশ পায় উপন্যাসটিতে । এ উপন্যাসে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন গণঅভ্যুত্থান চলাকালীন পূর্ব বাংলার চিত্র । ঔপন্যাসিক ছোট ছোট কাহিনিপর্বের সুন্দর সম্মিলনের মাধ্যমে উপন্যাসটিকে একটি মহাকাব্যিক রূপ দিয়েছেন। শহরের বস্তি থেকে শুরু করে যমুনার দুর্গম চর এলাকা অবধি উপন্যাসটির কাহিনি বিস্তৃত আছে । অতি সূক্ষ্ন এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণ শক্তিতে উপন্যাসের শব্দে শব্দে একটি আলাদা দ্যোতনা সৃষ্টি হয়েছে । লেখকের অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লেখায় একেকটি চরিত্রের বাস্তবতা, পরাবাস্তবতা, ঘটনার সাথে চরিত্রের বাস্তবতা, কল্পনার মিশ্রণে প্রতিটি পৃষ্ঠায় পাঠক নতুন দৃষ্টিতে জীবনকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। উপন্যাসের কাহিনিবিন্যাসেই পাঠককে শেষ অবধি টেনে নিয়ে যায় । **সূচক শব্দ– চিলেকোঠা, সেপাই, আখতারুজ্জামান, বাংলাদেশ, মিছিল,আন্দোলন]**

সাল ১৯৬৯। স্বাধীনতাপূর্ব পূর্ব বাঙলা। স্বাধীনতার লোভে মাতাল মানুষ। কি এক অত্যুচ্চ স্পর্ধায় জেগে উঠলো বাঙালী জাতি। ঢাকা শহর যেন আগ্নেয়গিরির এক উত্তপ্ত জ্বালামুখ। গোটা শহর জ্বলছে দাবানলে। বুড়িগঙ্গা যেন নিজের গতিপথ বদলে শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে আরো বেশী করে উস্কে দেয় সেই দাবানলের আগুনকে। সর্বত্রই মানুষ। নিজেদের নেতার মুক্তির লক্ষ্যে রাস্তায় নামে আপামরজনসাধারণ। রায়ট-কারফ্যু ভেঙ্গে হেটে যায় স্বাধীনতার লোভে।চারিদিকে থিকথিক করে মানুষ। ভিক্টোরিয়া পার্ক থেকে উঠে আসে পামগাছের সাথে ফাসি দেয়া সেপাইরা, লালবাগের মানুষরা। এত মানুষ কোথা থেকে এলো? ঢাকা শহরে কি তবে এত মানুষের আবাদ? একনাগাড়ে সবাই হেটে চলেছে এক অবিচল

Copyright @ 2023 Author

 ISSN: 2278-4632
Vol-13, Issue-06, No.01, June : 2023

লক্ষ্যে আর তা হলো – মুক্তি। কোন কিছুই তাদের থামাতে পারে না। শাসক গোষ্ঠীর সৈন্যদের রক্তচক্ষু কিংবা কারফ্যু অথবা বুলেট কিছু আটকে রাখতে পারে না এই মানুষগুলো। মুক্তির লক্ষ্যে আর স্বাধীনতার লোভে এই মানুষগুলো এগিয়ে যায়।কথাসাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এর প্রথম উপন্যাস **চিলেকোঠার সেপাই**, যা ১৯৮০ সাল থেকে পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হলেও ১৯৮৬ সালে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। একজন নার্সিসাস ওসমান গণি, একজন এক-নেতায় বিশ্বাসী আলাউদ্দিন মিয়া, একজন রাজনীতি বিশ্লেষক বামপন্থি আনোয়ার, একজন ধর্মের দোহাই দেয়া রক্তচোষা খয়বার গাজী বা রহমতউল্লাহ, একজন ভোটের রাইট প্রার্থী আলতাফ, একজন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিশ্বাসী আলীবক্স, একজন গরীব প্রতিবাদি চাষাভুষা চেংটু বা করমালি আর একজন জারজ বিপ্লবী হাড্ডি খিজিরের গল্প নয় এটা।বরং এদের মধ্য দিয়ে আমরা খুঁজে পাই স্বাধীনতাপূর্ব উনসত্তর এর গণঅভ্যুত্থান এর অন্যতম প্রধান শক্তি সেই শ্রমজীবী জনসাধারণ যারা পরবর্তীতে প্রতারিত ও বঞ্চিত হয়েছে। বামপন্থীদের দোদুল্যমানতা আর ভাঙনের ফলে জাতীয় মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে যথাযথভাবে ধারণ করতে না পারার ফলে অজস্র রক্তপাতের পরও তারা রাজনীতির ময়দান থেকে ছিটকে পরে। এই উপন্যাসের উপজীব্য সেই সময়টুকুই, সেই মানুষগুলোই-**"ক্ষমতা সবসময়ই একটা নির্দিষ্ট শ্রেণীর হাতে থাকে আর তলানীতে যারা থাকে তারা আজীবন তলানীতেই পড়ে থাকে। দাবী আদায়ে তাদের জীবন চলে যায় কিন্তু তারা তলানীর উচ্ছিষ্ট অংশ হিসেবেই পরিগণিত হয়। আর ক্ষমতাবানরা শুধুমাত্র দল পরিবর্তন করে কিন্তু তাদের ক্ষমতা, সামাজিক-রাজনৈতিক মর্যাদা আর অর্থনৈতিক প্রভাব একইরকম থাকে।"১**বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে ১৯৬৯ সালে ব্যাপক গণঅভ্যুত্থানের সৃষ্টি হয়েছিল। সে গণঅভ্যুত্থান সব অর্থেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সাথে যুক্ত । উনসত্তরের প্রবল গণঅভ্যুত্থানের যারা প্রধান শক্তি ছিল, সেই শ্রমজীবী জনসাধারণ মানুষ কীভাবে আন্দোলন-পরবর্তী সময়টিতে প্রতারিত এবং বঞ্চিত হলো, বামপন্থীদের দোলুল্যমানতা আর ভাঙনের ফলে , জাতীয় মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে যথাযথভাবে ধারণ করতে না পারার কারণে অজস্র রক্তপাতের পরও রাজনীতির ময়দান থেকে তাদের পশ্চাদপসরণ গটলো, আওয়ামী লীগ প্রধান শক্তি হয়ে উঠলো, উপন্যাসটির উপজীব্য সেই ঐতিহাসিক সময়টুকুই । মকবুল হোসেনের ছেলে, আবু তালেবের মিছিলে গিয়ে গুলিতে মারা যাওয়ার সংবাদের মধ্যে দিয়ে উপন্যাসটির কাহিনি এগিয়ে চলে । ওসমান এ উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান চরিত্র , সে একজন ছোটখানো সরকারি চাকুরি করে। এ উপন্যাসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হাড্ডি খিজির । সে ওসমানের বাড়িওয়ালা রহমতউল্লাহর ভাগ্নে আলাউদ্দিন মিয়ার গ্যারেজ দেখাশোনা করে । এই দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন মাত্রা ও স্তরের চরিত্রই উপন্যাসটির টেনে নিয়ে গেছে উনসত্তরের উত্তাল সময়ের ভেতর দিয়ে । আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র আনোয়ার , সে মূলত একজন বামপন্থী কর্মী। উনসত্তরের টালমাটাল বিক্ষুব্ধ সময়েই সে ঘটনাক্রমে তার গ্রামের বাড়িতে যায় এবং প্রত্যক্ষ করে জনৈক গ্রাম্য জোতদার খয়বার গাজীর শোষণ ও অত্যাচার এবং সেটিকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট তীব্র জনরোষ । অন্যদিকে স্বাভাবিক নিয়মেই গতি পায় ওসমানের অবদমিত কামনা, রেস্তোরার আড্ডায় চায়ের কাপে তুমুল ঝড় , হাড্ডি খিজির ও তার পারিপার্শ্বিক নিম্নবিত্ত চরিত্রগুলোর চিরাচরিত জীবনযাপন; আর এ সবকিছুই ছাপিয়ে উপন্যাসটি হয়ে উঠে ঐ বিক্ষুব্ধ কালের এক মহাকাব্যিক আখ্যান। উপন্যাসের শেষ অবধি চিলেকোঠার চার দেয়াল থেকে মুক্তির প্রচেষ্টা ওসমানকে উন্মত্ত করে তোলে । পরিচিতরা বদ্ধ পাগল হিসেবে চিহ্নিত করে তাকে আটকে রাখে । শেষ অবধি নিহত খিজিরের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে সে ঘরের তালা ভেঙ্গে সবার অগোচরে রাস্তায় বেড়িয়ে আসে। মূলত, চিলেকোঠার চার দেয়ালের বন্ধন থেকে মুক্তি হওয়ার সাথে সাথে বিচ্ছিন্নতা ও আত্মপ্রেমের বন্ধন থেকেও তার মুক্তি ঘটে। বৃহত্তর গণআন্দোলনের জোয়ারে অবশেষে ওসমান একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে মিশে যেতে সক্ষম হয়।উপন্যাসের যারা বিদগ্ধ পাঠক তারা এর নানা দিক নিয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা-সমালোচনা করেছেন। এর শৈল্পিক দিক ও আঙ্গিক দিক নিয়েও আলোচনা হয়েছে বিস্তর। উপন্যাসের সামাজিক বাস্তবতাও উঠে এসেছে অনেকের আলোচনায়। তবে আমার বিবেচনায় ষাটের দশকের বাংলাদেশ বুঝতে,চিনতে,জানতে হলে এই উপন্যাসের স্মরণ নিতেই হবে, না নিলে তাদের বুঝতে পারাটা পূর্ণতা পাবে না।ইলিয়াস ইতিহাসমোথিত সময়, মানুষ আর সমাজকে উপজীব্য করেছেন তাঁর উপন্যাসে। তিনি যথার্থই জানতেন ঔপন্যাসিকের এটাই মূল কাজ-**"সমাজের বাস্তব চেহারা তাঁকে তুলে ধরতে হয় এবং শুধু স্থিরচিত্র নয়, তার ভেতরকার স্পন্দটিই বুঝতে পারা কথাসাহিত্যিকের প্রধান লক্ষ্য।"২** রাজনীতির নানা ঘটনা পরম্পরা উঠে এসেছে এই উপন্যাসে। সেখানে চিত্রিত হয়েছে, একদল কীভাবে দিনের পর দিন ধরে বিনির্মাণ করে চলেছেন উনসত্তর। আবার তারাই হারিয়ে যাচ্ছেন; এর বিপরীতে উঠে আসে আরেক শক্তি। তারাই প্রবল বেগে প্রভাব বিস্তার করছেন সেই বিনির্মিত উনসত্তরের পাটাতনের ওপর। এর মাঝেও

 Copyright @ 2023 Author

ISSN: 2278-4632
Vol-13, Issue-06, No.01, June : 2023

ফুটে উঠেছে মানুষের বৈশিষ্ট্য, চরিত্রের নানা দিক। গল্পে গল্পে এগিয়ে গেছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন সংগ্রাম। শত কুসংস্কার নিয়েও আন্দোলনে তুখোড় ভূমিকা নিচ্ছেন এক 'প্রান্তিকজন', আবার 'আধুনিক শিক্ষা' নিয়েও সেই ভূমিকা থেকে একটু দূরবর্তী অবস্থান নিচ্ছেন, শুধু তার শ্রেণি চরিত্রের কারণে। অন্ত্যজনের ভাষা, জীবন, লড়াই ও স্বপ্ন যেন বাঙময় হয়ে উঠেছে উপন্যাসে-**"ওপরে সবই কালো রঙে আঁকা। ল্যাম্পোস্ট থেকে বিদ্যুৎ বহন করে ছুটে চলে তারের ঝাঁক, সেগুলো সব এখন অদৃশ্য।অথচ চোখ জোড়া তার হাট করে খোলা, পোড়া বাজির ভাঙা দরজার মতো সেগুলো বন্ধ করা যায় না। রক্ত ও বারুদের গন্ধে সে আপ্লুত হয়, তবে পলকের জন্য মাত্র। রক্তের মধ্যে হাবুডুবু খেতে খেতে সব রঙ সব গন্ধ এমনকি বাতাস পর্যন্ত তার আয়ত্তের বাইরে। খিজিরের মুখে অন্ধকার হয়ে পড়েছে পার্কের ভেতরকার রেলিঙ ঘেঁষে দাঁড়ানো গোলাচি গাছের প্রসারিত রোগা ডালের ছায়া।"২** উপন্যাসের নায়ক আসলে ১৯৬৯ সাল। এ সময়টিকে ধারণ করে আছে তৎকালীন পূর্ববাংলার ঐতিহাসিক গণজাগরণ। ইতিহাসের এ সময়কে চিত্রিত করতে আন্দোলিত সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে অনেক চরিত্রকে তুলে ধরেছেন লেখক। তাই সে সময়ের অনুষঙ্গ হিসেবে দুটি বিষয় এসেছে এ উপন্যাসে- মিছিল ও রাজনীতি। শত শত বছর আগের ইতিহাস থেকে উঠে আসা নিপীড়িত মানুষের স্রোতের উত্তালতা দেখা যায় এ উপন্যাসে। বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার উৎসারণ, পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর নিষ্পেষণ থেকে হাজার বছরের বাঙালি অস্তিত্ব রক্ষাই ছিল এ মিছিলের মূল উদ্দেশ্য। '৬৯-এর মিছিল বর্ণনায় লেখকের যে ভাবাবেগ, তা বাস্তবতাবোধের সম্প্রসারণ। তাইতো এ মিছিলের উত্তাপ, অস্তিত্ব-বিচ্ছিন্ন ওসমান চরিত্রটিকেও আলোকিত করতে পেরেছিল।ওসমান এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র, যে একজন ছোটখাট সরকারি চাকুরীজীবি। এ উপন্যাসে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দুটি প্রধান আঙ্গিক হলো ব্যক্তি ও সমষ্টি। ওসমান নামক আত্মকেন্দ্রিক চরিত্রের ভেতর দিয়ে উঠে এসেছে চিলেকোঠার ব্যক্তিমানস। আর সমষ্টি তথা শোষিত শ্রেণির মানুষরা এসেছে মিছিলের রূপে, সংগ্রামী ঐক্যতান নিয়ে। উপন্যাসের প্রথমেই নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান আবু তালেবের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায়। এ মৃত্যুর মধ্য দিয়েই আমরা পরিচয় পাই ওসমান, হাড্ডিখিজির, রহমত উল্লাহ আলাউদ্দিনের। রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা ও বগুড়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের ঘটনাপ্রবাহ একসূত্রে গ্রথিত হয়েছে এই উপন্যাসে-**"শ্যামবর্ণের রোগা ভাঙ্গা গালওয়ালা এই লোকটাকে ওসমান অনেকবার দেখেছে। কোথায়? এই বাড়ির সিঁড়িতে? তাই হবে। আরো অনেক জায়গায় এর সঙ্গে দ্যাখা হয়েছে। কোথায়? স্টেডিয়ামে? হতে পারে। গুলিস্তানের সামনে সিনেমার পোস্টার দেখতে দেখতে? হতে পারে। পল্টন ময়দানের মিটিংযে? হতে পারে। ভিক্টোরিয়া পার্কে? আরমানিটোলার মাঠের ধারে ? ঠাটারিবাজারের রাস্তার ধারে বসে শিককাবাব খেতে খেতে? হতে পারে। বলাকা সিনেমায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পেচ্ছাব করতে করতে? হতে পারে। নবাবপুরে অনেক রাতে ঠেলাগাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে হালিম খেতে খেতে? হতে পারে।আমজাদিয়ায় পাশের টেবিলে তর্ক করতে করতে? হতে পারে। মুখটা তার অনেকদিনের চেনা।"৩** নগরকেন্দ্রিক মুসলিম লীগপন্থী নব্য সুবিধাভোগী শ্রেণির সঙ্গে মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণির দ্বন্দ্ব ও গ্রামকেন্দ্রিক আইয়ুবী গণতন্ত্রীদের দৌরাত্ম্য ও শোষণ এই উপন্যাসের উপজীব্য। অন্যদিক থেকে চিন্তা করলে এর প্রধান চরিত্র বলা যায় হাড্ডিখিজিরকে, যে কিনা ওসমানের বাড়িওয়ালার ভাগনের গ্যারেজ দেখাশোনা করে। আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে সংগ্রামী চেতনায় ভরপুর এ চরিত্রটি। 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসের শিল্পসম্মত একটি প্রতিভূ হাড্ডিখিজির। গুলিবিদ্ধ মুমূর্ষু খিজিরের অবস্থান ও প্রতিক্রিয়া বর্ণনাতে লেখক বাস্তবতায় থাকতে চেয়েছেন। কিন্তু গভীর বেদনাবোধের স্তরে তিনি পৌঁছাননি। লেখকের বাস্তবতাবোধ নিরাবেগ হতে পারে, কিন্তু ভাষা তাঁর তীক্ষ্ণ। খিজিরকে আখতারুজ্জামান অ্যারসারডিটি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, সেই সঙ্গে ওসমান চরিত্রটিকেও।এই দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন মাত্রা ও স্তরের চরিত্রই উপন্যাসটিকে টেনে নিয়ে গেছে উনসত্তরের উত্তাল সময়ের ভেতর দিয়ে। আরেকটি গুরুত্ববহ চরিত্র আনোয়ার, যে মূলতঃ একজন বামপন্থী কর্মী। উনসত্তরের এই টালমাটাল বিক্ষুব্ধ সময়েই সে ঘটনাক্রমে যায় তার গ্রামের বাড়িতে,আর সেখানে পাই চিলেকোঠার সেপাই উপন্যাসের গ্রামীণ ঘটনাংশে শ্রেণিসংগ্রাম ও তার অস্বভাবী পরিণতি রূপায়িত হয়েছে। রহমতউল্লার মতো খয়বার গাজীও পাকিস্তানি শাসকচক্রের সেবাদাস। বর্গাচাষিদের নির্মমভাবে শোষণ করে সে। তার নির্দেশে গ্রামাঞ্চলের বর্গাচাষিদের গরু চুরি করে জমা করা হয় চরের এক নিরাপদ আস্তানায়। ফলে গ্রামের মানুষ একসময় ক্রুদ্ধ হয়ে আলি বক্সের নেতৃত্বে পুড়িয়ে দেয় খয়বার গাজীর

Copyright @ 2023 Author

ISSN: 2278-4632
Vol-13, Issue-06, No.01, June : 2023

ট্যান্ডল আর হোসেন আলীর আস্তানা।কোনো কোনো সমালোচক মনে করেন, ক্রোধ বা ঘৃণা ইলিয়াসের লেখার প্রধান অস্ত্র। অথচ তার রাগী চোখের স্বপ্ন শুধু ঘৃণাবর্ষণে সীমাবদ্ধ নয়, মানুষের ভেতরের সত্তার রূপান্তরকামিতারও বার্তাবাহক। লিঙ্গ, শ্রেণি, জাতি নির্বিশেষে প্রতিটি চরিত্রের ভেতরে রূপান্তরশীলতাকে প্রত্যক্ষ করেন ইলিয়াস এবং ভাষিক অবয়বে মূর্ত করে তোলেন। 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসের সূচনা ঘটে অন্যতম চরিত্র ওসমানের পিতার মৃত্যুসংবাদের দৃশ্য দিয়ে। পত্রিকার পাতায় ছাপা হওয়া বিশ্বসুন্দরীর আবেদনময়ী ছবির ওপর ওসমানের হস্তমৈথুনের প্রচেষ্টার ভেতর দিয়ে উপন্যাসটির কাহিনী গভীরে প্রবেশ করে। বিভিন্ন চরিত্রের অতলস্পর্শী ভূমিকা কাহিনীকে অনন্যতা দান করে। বহুমাত্রিক চরিত্রের সমাবেশ ঘটলেও ব্যক্তিবিশেষ এই উপন্যাসের নায়ক নয়। উপন্যাসের নায়ক ইতিহাসধৃত সময় ১৯৬৯ সাল। গণঅভ্যুত্থানের স্মারক এই কালপর্বকে চিহ্নিত করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক গ্রামীণ ও শহুরে চরিত্রের বর্ণিল পসরা সাজিয়েছেন। স্বাধিকার, শ্রেণিবৈষম্য, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র- রাজনীতির বহুমাত্রিক অনুষঙ্গ ঘুরেফিরে এসেছে।ঢাকা শহরের রেস্টুরেন্টে, বৈঠক ঘরে, শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের আলোচনার মধ্য দিয়ে অনায়াসে উনসত্তরের হৃৎস্পন্দন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই আন্দোলনের সঙ্গে তেভাগা আন্দোলন বা সাঁওতাল বিদ্রোহের পার্থক্য সহজেই দৃশ্যমান হয়। আইয়ুবের পতন ঘটলে নতুন শাসক, এমনকি সে যদি বাঙালিও হয়, তাহলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী মানুষের অধিকার অর্জিত হবে কি না এসব প্রশ্ন চায়ের কাপে ঝড় তোলে। গণতন্ত্র, ভোটাধিকার, চলমান রাজনীতি নিয়ে ওসমান, আনোয়ার, আলতাফ, শওকত, ইফতিখার, সিকানদারের মতো তরুণদের তর্ক-বিতর্কে গণঅভ্যুত্থানের দ্বান্দ্বিক চরিত্রটি প্রকাশ পেতে থাকে। আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবের মুক্তি শুধু দলীয় নেতাকর্মী বা সাধারণ মানুষের চাওয়া নয়; একসময়ের প্রবল রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ মুসলিম লীগ নেতৃত্বও শেখ মুজিবের মুক্তি চায়। ইলিয়াস শ্রেণিসচেতন লেখক। এই উপন্যাসের পরতে পরতে এই পরিচয় লুকিয়ে আছে। উপন্যাসের শুরুতে দেখা যায়, পুলিশের গুলিতে একটি নিম্নবিত্ত পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম কর্মচারী আবু তালেব নিহত হয়েছে। এই মৃত্যুর ঘটনা ঢাকা শহরের বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের মধ্যে যে রেখাপাত করে, তা তাৎপর্যপূর্ণ। সবচেয়ে প্রভাবসঞ্চারী চরিত্র হাড্ডি খিজির, পাড়ার সর্দার রহমত উল্লা, নব্য রিকশামালিক আওয়ামী লীগ কর্মী আলাউদ্দিনের সরব আবির্ভাব ঘটে এ সময়। লাশ নিয়ে মিছিল হবে, না দ্রুত কবর হবে- এমন বিতর্কে চরিত্রগুলোর দ্বান্দ্বিক রূপ প্রকাশিত হয়। একদিকে আন্দোলনের উত্তাপে ঢাকা শহর অগ্নিকু ে র রূপ ধারণ করেছে, যা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে সারাদেশে। অন্যদিকে দুই বিপরীতমুখী কিন্তু মুক্তিপিয়াসী রাজনৈতিক পক্ষের তর্কে-বিতর্কে সেই সময়ের রাজনৈতিক গতিধারার স্বরূপ উন্মোচিত হচ্ছে। বামপন্থিরা বৈপ্লবিক রূপান্তরের আকাঙ্ক্ষা করছেন, যার প্রতিভূ আনোয়ার। কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে সংগঠিত উদ্যোগ তাদের ছিল না। স্বভাবতই এ আন্দোলনের ফসল উঠে আসে জাতীয়তাবাদীদের ঘরে। তাদের আশ্রয় করেই গণশত্রুর ভূমিকা পালন করা রহমত মিছিলের এক অভূতপূর্ব ছবি এঁকেছেন ইলিয়াস এই উপন্যাসে। সে সময়ের গণউত্তালতাকে বোঝার জন্য যথেষ্ট এই বাক্য-**"ওসমান প্রথমে তাকায় উত্তরে। কালো কালো হাজার হাজার মাথা এগিয়ে আসছে অখ স্রোতধারার মতো। এই বিপুল স্রোতের মধ্যে ঘাইমারা রুই-কাতলার ঝাঁক নিয়ে গর্জন করতে করতে এগিয়ে আসছে কোটি ঢেউয়ের দল।... উত্তর থেকে আসে বরফ-গলা শহরের স্রোত, উপচে উঠে মানুষ গড়িয়ে পড়ছে পাশের গলিতে-উপগলিতে। ...দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা। ওসমানের বুক ধকধক করে ওঠে, এই এতদিনকার শহর কি আজ তার সব মানুষ, সব রাস্তা গলি-উপগলি, বাড়িঘর, সব অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ নিয়ে গড়িয়ে পড়বে বুড়িগঙ্গার অতল নিচে। না দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা তার শীতের শীর্ণ তনু একেবারে নিচে ফেলে উঠে এসেছে বিপুল স্ফীত হয়ে, বুড়িগঙ্গার অজস্র তরঙ্গরাশির সক্রিয় অংশগ্রহণ না হলে কি এ রকম জলদমন্দ্র ধ্বনি উঠতে পারে, 'আসাদের রক্ত- বৃথা যেতে দেবো না!' পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দেখতে চেষ্টা করে ওসমান, না হে, মিছিলের মাথা দ্যাখা যায় না। অনেক সামনে উঁচু ১টা বাঁশের মাথায় ওড়ে।"৪** শুধু রাজধানীতে নয়, আন্দোলনের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে গ্রামাঞ্চলেও। বহুদিনের বঞ্চনা ও ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে দাবানলের মতো প্রজ্বলিত করে চেংটু, আলীবক্সদের মতো সর্বহারাদের। শোষক অত্যাচারী খয়বার গাজীকে বিচারের মুখোমুখি করে তারা বৈরাগীর ভিটায় বটগাছের নিচে। হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে গণআদালত বসে। খয়বার গাজীর অপরাধের ফিরিস্তি শোনানোর পর তার মৃত্যুদ ঘোষণা করা হয়। মৃত্যুভয়ে কম্পমান খয়বার গাজীর ধর্মকে পুঁজি করে কালক্ষেপণের প্রচেষ্টা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর অবিস্মরণীয় উপন্যাস 'লালসালু'র মজিদকে মনে করিয়ে দেয়। বকধার্মিক খয়বার গাজী মুহূর্তের জন্য হলেও বিদ্রোহী জনতার মধ্যে দ্বিধা তৈরি করতে সক্ষম।খিজির তথা হাড্ডি খিজির ইলিয়াসের সাহিত্যের এক অবিস্মরণীয় চরিত্র। 'জন্মই আমার আজন্ম পাপ'- খিজিরের মতো আর কারও জীবনে এমন সত্য নয়। প্রচ গ্লানি আর যন্ত্রণার ভেতরে নিষ্পেষিত হয়েছে তার শৈশব। অকালে সে বাবাকে হারিয়েছে। তার মা বেঁচে নিতে বাধ্য হয়েছিল মহাজন রহমত উল্লাহর রক্ষিতার জীবন। অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তানের জন্ম

Copyright @ 2023 Author

 ISSN: 2278-4632
Vol-13, Issue-06, No.01, June : 2023

প্রতিরোধ করতে গিয়ে প্রচ রক্তক্ষরণে মৃত্যু ঘটে তার।মায়ের রক্তাক্ত মৃত অবয়ব স্বপ্নে ও জাগরণেতীব্রভাবেবিদ্ধকরে।উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান তাই গণনায়কত্বের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত করতে পেরেছে এই উপন্যাসকে। শ্রমজীবী, নিপীড়িত মানুষ কীভাবে শক্তি, দ্রোহ, সম্ভাবনার প্রতীক হয়ে ওঠে এর অনন্যসাধারণ দলিল 'চিলেকোঠার সেপাই'। অকালে হারিয়ে যায় হাড্ডি খিজির। কিন্তু হারায় না তার মুষ্টিবদ্ধ হাত, চিৎকৃত অঙ্গীকার-**"লিখলেই লেখক হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া যায়? এ স্বীকৃতি পেয়ে লাভ কী? বাংলা গদ্য ঠিকমতো লিখতে পারে না, এমন লোক কথাসাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। তাদের সঙ্গে আমাকে আলাদা করে চিহ্নিত করবে? না, করবে না। এদের ভাবখানা এই; আমরাও আছি, তুমিও ভালো লিখছো, তুমিও আমাদের সোসাইটিতে এসো। এইসব রুচিহীন ব্যাপারে প্রতিবাদ করতে গিয়ে দেখি, এখানেও আমি একা।"৫** চেংটুর মধ্যেই শ্রেণিস্বভাবের স্বতঃস্ফূর্ত বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত। বিপ্লবী কর্মী আলি বক্স তার রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু হলেও চেংটুর স্বভাবে খিজিরের সমধর্মিতা বিদ্যমান। সংগঠিত জনতা অতঃপর গ্রাম্য কুসংস্কারের উৎস বৈরাগীর ভিটা পরিষ্কার করে গণশত্রু খয়বার গাজীর বিচারের লক্ষ্যে গণ-আদালতের আয়োজন করে। খয়বার গাজী জুম্মার নামাজের প্রার্থনা করে আদালতের কার্যক্রম বিলম্বিত করে। আনোয়ারদের গ্রামে সংগঠিত এই ঘটনাধারায় শ্রেণিসচেতন রাজনৈতিক কর্মী আনোয়ারের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না।আনোয়ারের মধ্যে সদর্থক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বিধৃত। গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব ক্রমান্বয়ে আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়ায় শ্রেণিসংগ্রামে বিশ্বাসী সংগঠনসমূহের দীর্ঘসংগ্রামের গতি বাধাগ্রস্ত হয়। তাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিভক্তি গণসংগ্রামের উদ্দেশ্য থেকে ক্রমান্বয়ে দূরবর্তী হতে থাকে।আখতারুজ্জামান ইলিয়াস জাতীয় রাজনীতির এই অন্তঃস্বরূপকেও প্রত্যক্ষ করেছেন নিরাসক্ত দৃষ্টিতে। উনসত্তরের প্রবল গণ-আন্দোলনের টানে জাতীয় মুক্তির সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত হলেও সাধারণ মানুষের জীবন প্যাটার্নের গুণগত পরিবর্তন দুঃস্বপ্নই থেকে যায়। ওসমানের আত্ম-রূপান্তরে এ-কারণেই সম্ভবত তার শ্রেণিসত্তার বিলুপ্তি নির্দেশ করেন ঔপন্যাসিক। বাঙালির মুক্তি আন্দোলন শেষ পর্যন্ত মধ্যবিত্তের স্বপ্ন ও সংগ্রামে পরিণত হয়-**"গল্প হবে কেন? ইতিহাসের কথা।ইতিহাসের কথা নিয়া মানুষ গল্প করে না? নাটক নভেল লেখে, বায়স্কোপ করে।। ইতিহাস কি তাই কেচ্ছা হয়ে যায়?"৬।।** ইংরেজি ১৯৬৯ সালের পূর্ব বাঙলা। মুক্তিকামী জনগণের মুক্তির অবিচল লক্ষ্যে বিস্ফারিত ঢাকা শহর। শুধু ঢাকা নয় সাথে সাথে বিস্ফারিত হয় শহর, বন্দর, গঞ্জ, গ্রাম এমনকি যমুনার দুর্গম চর এলাকা। ক্ষোভ আর বিদ্রোহে ফেটে পড়ে আপামর জনসাধারণ। স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত রাজপথ। সেই উত্তপ্ত ঢাকার ঘিঞ্জি এলাকার মধ্যে শোষক পার্টির লোক রহমতউল্লাহর বাসা। ছাদের চিলেকোঠায় থাকে ওসমান গণি। বাড়ির পাশেই রহমতউল্লাহর রিক্সার গ্যারেজ। যা দেখাশুনা করে হাড্ডি খিজির।চুরির অপবাদে হাড্ডি খিজিরকে রহমতউল্লাহ বের করে দিলে তাকে আশ্রয় দেয় রহমতউল্লাহর ভাগ্নে এক নেতায় বিশ্বাসী আলাউদ্দিন মিয়া। যে তার বেশীরভাগ সময় কাটায় আইয়ুব খান আর মোনেম শাহীর বিরুদ্ধে মিটিং মিছিল করে। আলাউদ্দিন মিয়ার রিক্সার গ্যারেজে জায়গা হয় হাড্ডি খিজিরের। হাড্ডি খিজিরের বউ কাজ করে রহমতউল্লাহ মাহাজনের বাড়ি আর হাড্ডি খিজির থাকেও মাহাজনের বস্তিতে।হাড্ডি খিজির একটু আলাদা ধরনের রুক্ষ মানুষ। রাজপথের শয়ে শয়ে মানুষের সাথে মিছিল করে স্লোগান দিতে তার ভালো লাগে। সময় আর সুযোগ পেলেই তাই চলে যায় মিটিং-মিছিলে। এক ভরা জনসভায় ক্ষমতার অপব্যবহার এর প্রসঙ্গ উঠলে হাড্ডি খিজির নির্ভয়ে মাহাজনের বিরুদ্ধে কথা বলে। মাহাজন হাড্ডি খিজিরকে নিজের শত্রু ভাবা শুরু করে।ওসমান অফিসের ফাঁকে যে সময়টুকু পায় তা আড্ডাতেই কাটায় কখনো হোটেল আমজাদিয়ায়, কখনো ইসলামীয়ায় বা কখনো নিজের চিলেকোঠায়। আলতাফ, শওকত, আনোয়ার এরা ওসমানের ভালো বন্ধু। এর মধ্যে আনোয়ারের সাথে কিছুটা ঘনিষ্টতা থাকায় আনোয়ার ওসমানকে তার গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানায়। কিন্তু আত্মপ্রেমী ওসমান ভাবে যদি সে গ্রামে চলে যায় তাহলে এই শহরের উত্তপ্ত মিছিলে নিজেকে আর খুঁজে পাবে না হয়তোবা; কোনোদিন বুলেটের আঘাতে শহীদ হয়ে মিছিলের সমুক্ষভাগে থাকবে সে হয়তো। এসব ভাবনায় আনোয়ারের আমন্ত্রণ নাকোচ করে।আনোয়ার একাই যায় তার গ্রামে। কিন্তু বামপন্থী আনোয়ার গ্রামে যেয়ে শাসক গোষ্ঠীর এক অন্যরূপ দেখে। গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তি খয়বার গাজী তার নিজের লোকবল দিয়ে গ্রামের চাষাভুষার গরু নিয়ে বাথানে রাখে। আর নির্দিষ্ট জরিমানা দিয়ে নিজের গরু ছাড়িয়ে আনতে হয় চাষাভুষাদের। কেউ প্রতিবাদ করতে গেলে বা নিয়মের হেরফের হলে খয়বার গাজীর লোকজন তাকে মেরে ফেলে।সুবিধা নেয় আফসার গাজী আর জালাল উদ্দিন মাস্টাররা। আলীবক্সের বুদ্ধি

 Copyright @ 2023 Author

ISSN: 2278-4632
Vol-13, Issue-06, No.01, June : 2023

আর চাতুর্যতায়, চ্যাংটুর সাহসের সাথে করমালির দৃঢ়তা আর গ্রামের সকল চাষাভুষা এক হয়ে হামলা করে খয়বার গাজীর বাথানে। পুড়িয়ে মারে তার ডান হাত হোসেন আলীকে। গ্রামে এসে ঘেরাও করে খয়বার গাজীর বাড়ি। জ্বালিয়ে দেয় বৈঠকখানা। গণআদালতের বিচারে খয়বার গাজীর মৃত্যুদণ্ড হয়। আনোয়ার এসবের সাথে কিভাবে যেন নিজেকে মিলিয়ে ফেলে কিন্তু কোথায় যেন একটা ফাঁকা রয়েই যায়। যার কারনে করমালি হোক আর নাদু প্রামাণিক বা চেংটু অথবা জালালউদ্দিন কেউই আনোয়ারকে পুরোপুরি নিজেদের লোক ভাবতে পারে না।ওসমানদের বাসার দোতলায় থাকে মকবুল হোসেন। কিছুদিন আগেই বড় ছেলেটা মিছিলে শহীদ হয়েছে সেই শোকে এখনো কাতর তার পরিবার। মকবুল হোসেনের মেয়ে রানু আর ছেলে রঞ্জু প্রায় প্রায়ই আসে ওসমানের কাছে পড়ালেখার জন্য। ওসমানেরও ডাকনাম রঞ্জু তাই রঞ্জুকে দেখে অনেক কিছুই ভাবতে শুরু করে সে। আর উঠতি যুবতী রানু তার মনে প্রেমের বাতাস দেয়। রানুকে ভালো লাগে ওসমানের। মিছিল-মিটিং এ ওসমানের উপস্থিতি আগের থেকে বেড়ে যায়।হাড্ডি খিজির মাঝে মাঝে রাতে আসে ওসমানের চিলেকোঠায় রাত কাটাতে। এসেই শুনায় সারাদিনের মিটিং মিছিলের খবর। অনেক ভাবনা জড়ো হতে হতে একদিন ওসমান রঞ্জুকে চুম্বনে রক্তাক্ত করে; না বিকৃত যৌনতার বশে নয়, আত্মপ্রেমে পরাজিত হয়ে। ওসমান একজন নার্সিসাস। ধীরে ধীরে ওসমানের মাইনর সিজোফ্রেনিয়াটা বৃহৎ আকার ধারণ করে। কাছের বন্ধু আনোয়ারকে সে চিনতে পারে না। রঞ্জুকে ছাদ থেকে ফেলে দেয়ার উদ্যোগ নেয় সে। পরিচিত সবার কাছে ওসমান এক বদ্ধ পাগলে পরিণত হয়। আনোয়ার তাকে তার নিজের চিলেকোঠাতেই বন্ধী করে রাখে। কিন্তু ওসমান চায় মুক্তি।একদল ব্যস্ত নিজেকে সবকিছুর ভীড়ে খুঁজে পেতে, একদল ব্যস্ত সুবিধা ভোগ করতে, একদল ব্যস্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করার জন্য, একদল ব্যস্ত আন্দোলন চালিয়ে নিয়ে যেতে; আরেকদল ব্যস্ত আন্দোলনটা যথাযথভাবে হচ্ছে না এই তত্ব বিশ্লেষণ করতে, একদল ব্যস্ত এক নেতায় বিশ্বাস স্থাপনে। এরকম হাজার হাজার দলের ভীড়ে ওসমান নিজেকে হারিয়ে ফেলে। ওসমানের বিভ্রমের সঠিক উত্তর কেউ দিতে পারে না। মিছিলে মৃত ব্যক্তিদের চলাচল ওসমানের চোখে পড়ে, বুড়িগঙ্গার পানিতে আগুনের উৎসাহ বাড়ে তাও ওসমানের চোখে পড়ে।এই বিচ্ছিন্ন অবস্থা থেকে ওসমানকে মুক্তি দিবে কে? এক নেতায় বিশ্বাসী আলাউদ্দিন? ভোটের রাইট প্রার্থী আলতাফ? বামপন্থী আনোয়ার? না এরা কেউ ওসমানকে মুক্তি দিতে পারে না। ওসমানকে মুক্ত হওয়ার প্ররোচনা দেয় হাড্ডি খিজির; যে নিজের বাপের নাম জানে না, যে বড়ো হয়েছে রাস্তায় রাস্তায়, যার মা-বউ দুজনেই মাহাজনের ভোগ্যা। যে মিছিলের অংশ হওয়াতে কোন এক রাতের আধারে কারফ্যু ভাঙ্গার অপরাধে প্রাণদন্ডে দন্ডিত হয় মিলিটারির বুলেটের আঘাতে।তবুও ওসমানের বিভ্রম কাটে না বরং আরো বাড়ে। ওসমানের বিভ্রম বাড়ে গাব গাছের পাশে ধান কাটা জমিতে নামবার ঢালে চ্যাংটুর লাশে। বিভ্রম বাড়ে আনোয়ারদের বামপন্থী ভাঙ্গাগড়ার মধ্যে; বিভ্রম বাড়ে ধর্মের দোহাই দিয়ে টিকে থাকা রহমতউল্লাহ কিংবা খয়বার গাজীর কান্ডকলাপে; বিভ্রম বাড়ে সুবিধাবাদী আফসার গাজী, জালালউদ্দিন মাস্টার বা আলাউদ্দিন মিয়ার তীক্ষ্ণ হাসিতে। ওসমানদের বিভ্রম ঠেকাতে কেউ পারে না। কেউ কেউ ঘুমিয়ে পড়ে আনোয়ারের মতো স্বপ্ন দেখে অজ্ঞাত এক নেতার জ্বালাময়ী ভাষণের।কিন্তু, ওসমানরা তাদের নিজের বিভ্রম ঠেকাতে বাস্তবতাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, ইলেক্ট্রিক তারে ঝুলতে থাকা হাড্ডি খিজিরদের খুঁজতে গিয়ে শ্যামবাজার হয়ে বুড়িগঙ্গা, ইসলামপুর, পাকুড়তলা, মিটফোর্ড, ইমামগঞ্জ পেড়িয়ে চকবাজার, বড়ো কাটারা পেড়িয়ে সোয়ারী ঘাট আবার ভিক্টোরিয়া পার্ক হয়ে জনসন রোড হয়ে নবাবপুর ধরে গুলিস্তান কিংবা ভিক্টোরিয়া পার্কের উত্তরে পানির ট্যাংকির সামনে দিয়ে কলতাবাজার হয়ে ধোলাইখাল যাওয়ার পথ খুঁজতে খুঁজতে দিশেহারা হয়ে মানচিত্রেই হারিয়ে ফেলে ওসমানদের অস্তিত্ব। এতসব বিভ্রমে উত্তাল হয়ে নিহত খিজিরের আহবানে সাড়া দিয়ে ঘুমন্ত আনোয়ারকে রেখে বেড়িয়ে আসে ওসমান, কারফ্যুকে অগ্রাহ্য করে। সামনে তার অজস্র রাস্তা যেদিকেই পা বাড়ায় সেদিকেই পূর্ব বাঙলা।চিলেকোঠার সেপাই উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচিত একটি মহাকাব্যিক উপন্যাস। তকালীন গণআন্দোলনের সাথে কৃষক, শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষের একাত্মতা প্রকাশ পায় উপন্যাসটিতে। এ উপন্যাসে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন গণঅভ্যুত্থান চলাকালীন পূর্ব বাংলার চিত্র। সম্মিলনের মাধ্যমে উপন্যাসটিকে একটি মহাকাব্যিক রূপ দিয়েছেন। শহরের বস্তি থেকে শুরু করে যমুনার দুর্গম চর এলাকা পর্যন্ত উপন্যাসটির। কাহিনি বিস্তৃত হয়েছে। অতি সূক্ষ্ম এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণ শক্তিতে উপন্যাসের শব্দে শব্দে একটি আলাদা দ্যোতনা সৃষ্টি হয়েছে-**"ওপরে সবই**

Copyright @ 2023 Author

ISSN: 2278-4632
Vol-13, Issue-06, No.01, June : 2023

কালো রঙে আঁকা। ল্যাম্পোস্ট থেকে বিদ্যুৎ বহন করে ছুটে চলে তারের ঝাঁক, সেগুলো সব এখন অদৃশ্য।অথচ চোখ জোড়া তার হাট করে খোলা, পোড়া বাজির ভাঙা দরজার মতো সেগুলো বন্ধ করা যায় না। রক্ত ও বারুদের গন্ধে সে আপ্লুত হয়, তবে পলকের জন্য মাত্র। রক্তের মধ্যে হাবুডুবু খেতে খেতে সব রঙ সব গন্ধ এমনকি বাতাস পর্যন্ত তার আয়ত্তের বাইরে। খিজিরের মুখে অন্ধকার হয়ে পড়েছে পার্কের ভেতরকার রেলিঙ ঘেঁষে দাঁড়ানো গোলাচি গাছের প্রসারিত রোগা ডালের ছায়া।"৭

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে ১৯৬৯ সালে ব্যাপক গণঅভ্যুত্থানের সৃষ্টি হয়েছিল। সে গণঅভ্যুত্থান সব অর্থেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে অনন্য। উনসত্তরের প্রবল গণঅভ্যুত্থানের যারা প্রধান শক্তি ছিল, সেই শ্রমজীবী জনসাধারণ মানুষ কীভাবে আন্দোলন–পরবর্তী সময়টিতে প্রতারিত এবং বঞ্চিত হলাে, বামপন্থীদের দোদুল্যমানতা আর ভাঙনের ফলে, জাতীয় মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে যথাযথভাবে ধারণ করতে না পারার কারণে অজস্র রক্তপাতের পরও রাজনীতির ময়দান থেকে তাদের পশ্চাদপসরণ ঘটল, আওয়ামী লীগ প্রধান শক্তি হয়ে উঠলে উপন্যাসটির উপজীব্য সেই ঐতিহাসিক সময়টুকুই।মসুল হোসেনের ছেলে, আবু তালেবের মিছিলে গিয়ে গুলিতে মারা যাওয়ার সংবাদের মধ্য দিয়ে উপন্যাসটির কাহিনি এগিয়ে চলে। ওসমান এ উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান চরিত্র, যে একজন ছোটখাটো সরকারি চাকুরে। এ উপন্যাসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হাড়ি খিজির।যে ওসমানের বাড়িওয়ালা রহমতউল্লাহর ভাগ্নে আলাউদ্দিন মিয়ার গ্যারেজ দেখাশোনা করে। এই দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন মাত্রা ও স্তরের চরিত্রই উপন্যাসটিকে টেনে নিয়ে গেছে উনসত্তরের উত্তাল সময়ের ভেতর দিয়ে। আরেকটি গুরুত্ববহ চরিত্র আনোয়ার, যে মূলত একজন বামপন্থী কর্মী।উনসত্তরের টালমাটাল বিক্ষুব্ধ সময়েই সে ঘটনাক্রমে তার গ্রামের বাড়িতে যায় এবং প্রত্যক্ষ করে জনৈক গ্রাম্য জোতদার খয়বার গাজীর শোষণ ও অত্যাচার এবং সেটিকে কেন্দ্র। করে সৃষ্ট তীব্র জনরোষ। উপন্যাসের কাহিনিকে পূর্ণতা দিতেই উঠে আসে দরিদ্র যুবক চেন্টু কিংবা কমালি, যারা খয়বার গাজীর বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার ধৃষ্টতা দেখায়–**"হোসেন আলির চোখের সামনে বিশাল চর। কালচে হলুদ জ্যোৎস্নায় নিকানো। আর আনোয়ারের পিঠ ফেরানো রয়েছে চরের দিকে, তার সামনে যমুনা। খুব উঁচু পাড় থেকে খাড়া মাটি লাফিয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে নদীর স্রোতে। শীতকালের নিরীহ নদীটার চলাচলও এই নির্জন জায়গায় ছলাৎ ছলাৎ করে প্রতিধ্বনিত হয়। নদীর ওপার দেখা যায়না। মনে হয় নদী হঠাৎ করে ঢুকে পড়েছে কুয়াশার খাপের মধ্যে।"৮**অন্যদিকে স্বাভাবিক নিয়মেই গতি পায় ওসমানের অবদমিত কামনা, রেস্তোরার আড্ডায় চায়ের কাপে তুমুল ঝড়, হাড্ডি খিজির ও তার পারিপার্শ্বিক নিম্নবিত্ত চরিত্রগুলোর চিরাচরিত জীবনযাপন; আর এ সবকিছুই ছাপিয়ে উপন্যাসটি হয়ে ওঠে ঐ বিক্ষুব্ধ কালের এক মহাকাব্যিক আখ্যান। উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে।চিলেকোঠার চার দেয়াল থেকে মুক্তির প্রচেষ্টা ওসমানকে উন্মত্ত করে তোলে। পরিচিতরা বদ্ধ পাগল হিসেবে চিহ্নিত করে তাকে আটকে রাখে। শেষ পর্যন্ত নিহত খিজিরের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে সে ঘরের তালা ভেঙে সবার অগোচোরে রাস্তায় বেড়িয়ে আসে। মূলত, চিলেকোঠার চার দেয়ালের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার সাথে সাথে বিচ্ছিন্নতা ও আত্মপ্রেমের বন্ধন থেকেও তার মুক্তি ঘটে। বৃহত্তর গণআন্দোলনের জোয়ারে অবশেষে ওসমান একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে মিশে যেতে সক্ষম হয়–**"গ্রহ নক্ষত্রের ফোকাসে গোলাপি নীল, নীলচে নীল, গোলাপি সাদা এবং নীলচে সাদা আকাশের নিচে এবং পানিকাদা কফথুথু গুমুতের ওপর পা টানতে টানতে ওসমানের চেহারায় নতুন দাগ পড়ছে। এখন খাকি বলো কালো বলো, সবুজ বলো সাদা বলো – কারো সাধ্যি নাই যে তাকে সেই ওসমান গনি বলে সনাক্ত করে।"৯**

উপন্যাসটির গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্র ওসমান। গণঅভ্যুত্থানের অংশ ছিল ওসমান। একজন ব্যাচেলর চাকুরীজীবি। যার ঠিকানা একটি ভবনের চিলেকোঠার চার দেয়ালের মাঝে। তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু আনোয়ার। সে বামপন্থি দলের একজন সক্রিয় নেতা। আরও একজন মূল চরিত্র হলো হাড্ডি খিজির। যার সঙ্গে ওসামানের বেশ খাতির। পেশায় একজন রিক্সাচালক। পুরো উপন্যাস জুড়েই ছিল এই তিনজনের আন্দোলন কেন্দ্রিক বিভিন্ন ঘটনা।১৯৬৯ এ পূর্ববাংলার অবস্থা ছিল শোচনীয়। আন্দোলনে

Copyright @ 2023 Author

 ISSN: 2278-4632
Vol-13, Issue-06, No.01, June : 2023

কেঁপে ওঠে ঢাকা। এর বাতাস পৌঁছে যায় দূরের গ্রাম অবধি। সেখানেও আন্দোলন দানা বাধে। চারদিক মুখরিত হতে থাকে এক সুর; 'দিকে দিকে আগুন জ্বালো' এবং 'জেলের তালা ভাংবো শেখ মুজিবকে আনবো'।উপন্যাসের শুরু হয় ওসমানের দুঃস্বপ্নের মাধ্যমে। ঘুম ভাঙতেই সংবাদ পায় তার নিচের ভাড়াটিয়ার বড়ো ছেলে মিছিলে গিয়ে শহিদ হয়েছে। ছেলে হারানো বাবার আর্তনাদ তার কানে বাজতে থাকে। ওদিকে হাড্ডি খিজিরের মাহাজন একজন পাকিস্তানপন্থি। তার মা রেহাই পায় না মহাজনের কালো নজর থেকে, এমনকি তার বৌয়ের দিকেও চোখ দেয় মহাজন। কিন্তু খিজির মহাজনের বিরুদ্ধে একা তেমন কিছুই করতে পারে না। খিজির মিছিল মিটিংয়ে সব সময় থাকতো। এ জন্যে মহাজন তাকে আর দেখতে পারতো না। এক সময় মহাজনের সাথে বিদ্রোহ করে বসে তার গ্যারেজের সকল রিক্সাচালক। সেখানে মহাজনের এক দালালের সাথে হাতাহাতি সংঘর্ষ হয় খিজিরের। তাই সে মহাজনের আশ্রয় ছেড়ে উঠে পড়ে ওসমানের চিলেকোঠার চার দেয়ালে। সেখানেই দুজনের বেশ খাতির হয়। একসাথে অনেক গুলো মিছিলে এর আগেও গিয়েছে খিজির আর ওসমান। কিন্তু ওসমানের চিলেকোঠায় ওঠার পর বন্ধনটা আরো দৃঢ় হয়।অপর দিকে ওসমানের বন্ধু আনোয়ার যায় নিজ গ্রামে। সেখানে গিয়ে চোখে পড়ে খয়বর গাজীর অত্যাচার। সাধারণ গ্রামবাসীর গরু চুরি আর সম্পদ আত্মসাৎ করাই যেন তার মূল লক্ষ্য। এই অন্যায় দেখে চুপ থাকে না আনোয়ার। গ্রামের বাসিন্দাদের সংঘবদ্ধ করে। রুখে দাঁড়ায় খয়বর গাজীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে। গ্রামের জনগণের নেতায় পরিণত হয় আনোয়ার। গ্রামবাসী খয়বর গাজীকে পাকরাও করে আনোয়ারের নেতৃত্বে। কিন্তু স্বাস্তি হবার আগ মুহূর্তে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় খয়বর গাজী।আর ঢাকাতে ওসমান প্রেমে পড়ে তার প্রতিবেশির মেয়ে রানুর। রানুকে ঘিরে জেগে ওঠে তার কামনা। কিন্তু ক'দিন পরেই রানুর বিয়ের কথা ওঠে। তখন ভেঙ্গে যায় ওসমানের মন। কিন্তু তাতেও তার মিছিলে যাওয়া আটকায় না। বরং বাসা থেকে বেরুতে না পাড়লেই যেন দম বন্ধ লাগে ওসমানের। সব শুনে, দেখে, মিটিংয়ে যায়, আবার মিছিলেও শরিক হয়। কিন্তু তবুও যেন সব কিছুতে শরিক নয়। তাকে ঘিরে থাকে চিলে কোঠার চার দেয়াল–**"শরীরের পুলকে এক পলকের জন্য চোখ বন্ধ করলে রানুর চোখের মণি ঝকঝক করে ওঠে। সেই ধারালো আভায় তার নিজের চোখের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে ভেবে সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুলে পাশে তাকায়, সেখানে রঞ্জুর মুখ। চট করে চোখ ফিরিয়ে নেয় রানুর চিঠিতে। ১ বার ২ বার ৩ বার ৪ বার ৫ বার পড়তে পড়তে রানুর চোখ থেকে ধার করা আলোতে উদ্ভাসিত তার চোখ দিয়ে শুষে নেওয়া হয় চিঠির আভা। আভা মিলিয়ে গেলে পড়ে থাকে চিঠির ধড়, প্রাণহীন চিঠির লাশ বড়ো অস্বস্তিকর।"১০** আন্দোলনের শেষের দিকের এক মিছিলে মিলিটারির বুলেটে শহিদ হয় খিজির। আর হয়তো সেজন্যেই মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে ওসমান। খুন করতে উদ্দত হয় তারই সহনামী রানুর ভাই রঞ্জুকে। এসব পাগলামীর খবর পেয়ে গ্রাম থেকে ছুটে আসে বন্ধু আনোয়ার। আনোয়ার ওকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলেও আনোয়ারের পরিবার মানা করে দেয়। কোনো পাগলকে আশ্রয় দিতে পারবে না বলে জানিয়ে দেয়। তাই চিলেকোঠাই হয় ওসমান।দিনে দিনে ওসমানের পাগলামী বাড়তে থাকে। সে নাকি খিজিরকে দেখতে পায়। ডাকে তাকে মুক্তির জন্যে। চিলে কোঠার চার দেয়ালের বাইরে যাবার জন্যে ডাকে। ডাকে আবার মিছিলে যাবার জন্যে। খিজিরের এই আহ্বান ওসমানকে আষ্টেপিষ্টে ধরে। পরিণত হয় বদ্ধ উন্মাদে। এক সময় আর সে কাউকেই এমন কি তার বন্ধু আনোয়ারকেও চিনতে পারে না। বাহিরে যাবার জন্যে জোড়াজুড়ি করার এক পর্যায়ে তার গায়ে হাত তুলেই শান্ত করে। হঠাৎ একদিন আনোয়ারের ঘুমন্ত থাকা অবস্থায় বেড়িয়ে যায় ওসমান। মুক্ত সে। হয়ত ওসমানকেই লেখক বাংলার রূপে দেখিয়েছেন–**"ভোটের রাইট পাবার জন্য মানুষ প্রাণ দেবে?দেবে।স্বাধীনতা গণতন্ত্র এর জন্য মানুষ যুগে যুগে প্রাণ দিয়ে এসেছে। ভোট দিলেই কি মানুষের জন্য গণতন্ত্র আসে? আসে। ভোট দেওয়ার অধিকার গণতন্ত্রের বড় শর্ত।"১১** লোকে বলে, একজন লেখক সারাজীবনে স্রেফ একটি সেরা উপন্যাস লিখতে পারে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের চিলেকোঠার সেপাই

 Copyright @ 2023 Author

ISSN: 2278-4632
Vol-13, Issue-06, No.01, June : 2023

হয়ত সেই উপন্যাস। তিনি উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন গণঅভ্যুত্থান সময়কালীন গ্রাম-বাংলা ও নগর বাস্তবতা। এবং সেটি করেছেন বেশ সার্থকতার সাথেই। পাঠকে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন একদম ৫০ বছর আগের একখন্ড বাংলাদেশে। ১৯৬৯ সালের পূর্ব বাঙলা। কী এক জীবনস্পর্দহী মন্ত্রের মুখে বিস্ফোরিত চারদিক। যেখানে শোষণ চলেছে, চলেছে নির্মম হত্যাকান্ড। হচ্ছে মিছিল মিটিং, জ্বালাও পোড়াও। এর মাঝেই তিনজন ব্যাক্তির জীবন। যারা আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে আছে ওতপ্রত ভাবে। যাদের হৃদয়ে জেগে ওঠে মুক্তির স্বাদ—মুক্তি।মুক্তি? তার আসার পথও যে এরকম নয়। কেউ দাঁড়ায় এই সাড়িতে, কেউ দাঁড়ায় ঐ সাড়িতে। মুক্তির স্বাদ পেতে চায় সকলে-**"গল্প হবে কেন? ইতিহাসের কথা।ইতিহাসের কথা নিয়া মানুষ গল্প করে না? নাটক নভেল লেখে, বায়স্কোপ করে।। ইতিহাস কি তাই কেচ্ছা হয়ে যায়?"১২**

এবার আসা যাক পাঠ পতিক্রিয়ায়। 'চিলেকোঠার সেপাই' নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের মাইল ফলক স্পর্শি এক কিংদবন্তি। আর এমন একটি কিংবদন্তি রচনা স্রেফ আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের দ্বারাই সম্ভব।উপন্যাসের শুরুর দিকটা ধীর গতির। এটি লেখকের বৈশিষ্ট্য বলা চলে। তবে গল্পের মধ্যে প্রবেশ করার পরপরই বোঝা যায়, শুরুর দিকের ধীর গতির কারণ। একটা রাজনৈতিক উপন্যাস লিখতে বেশ কিছু ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হয়। গল্প যদি বাস্তবধর্মী না হয় তাহলে সেটা স্রেফ একটা উপন্যাস হয়ে থেকে যায়। মানুষের হৃদয় স্পর্শ করতে পারে না। এক্ষেত্রে চিলেকোঠার সেপাই সফল। একদম বাস্তববাদী। মনেই হয়নি লেখকের সৃষ্টি এক জগতে আছে। মনে হবে পরিচিত বাস্তব জগতে বিচরণ করছে চরিত্রগুলো-**"ওপরে সবই কালো রঙে আঁকা। ল্যাম্পোস্ট থেকে বিদ্যুৎ বহন করে ছুটে চলে তারের ঝাঁক, সেগুলো সব এখন অদৃশ্য।অথচ চোখ জোড়া তার হাট করে খোলা, পোড়া বাজির ভাঙা দরজার মতো সেগুলো বন্ধ করা যায় না। রক্ত ও বারুদের গন্ধে সে আপ্লুত হয়, তবে পলকের জন্য মাত্র। রক্তের মধ্যে হাবুডুবু খেতে খেতে সব রঙ সব গন্ধ এমনকি বাতাস পর্যন্ত তার আয়ত্তের বাইরে। খিজিরের মুখে অন্ধকার হয়ে পড়েছে পার্কের ভেতরকার রেলিঙ ঘেঁষে দাঁড়ানো গোলাচি গাছের প্রসারিত রোগা ডালের ছায়া।"১৩** কোথাও কোনো রাখঢাক নেই। যেটা উপন্যাসের বেশ ভালো একটা দিক। যেখানে যেটুকু দরকার লেখক সেটুকুই ব্যবহার করেছেন। কোথাও বাড়িয়ে বলেন নি। অতিরঞ্জনের ছাপ ছিল না মোটেও। লেখক যেমন সফল ভাবে তৎকালীন নগর জীবনকে ফুটিয়ে তুলেছেন, তেমনি সফল ভাবে একেছেন গ্রাম-বাংলার চিত্র। গ্রামের সংস্কৃতি, অপসংস্কৃতি দুটোই তুলে ধরেছেন।বিশিষ্ট সমালোচক ড. অরিন্দম ভট্টাচার্য তাঁর " আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের চিলেকোঠার সেপাই – নানা কথা" যথার্থই বলেছেন-**"সাহিত্যবিচারে বইয়ের কোনো খারাপ দিক বের করা সম্ভব হবে কি না সেটি আপেক্ষিক। আমার চোখে এই বইয়ে কোনো খারাপ দিক নেই। তবে ছাপাটা আরেকটু বড় ফন্টে হলে পাঠকদের সুবিধা হত। বানানের কোথাও কোন ভুল চোখে পড়ে না। প্রথম দিকে ধীর হলেও পরবর্তিতে লেখক বেশ দ্রুত গতিতেই একেরপর এক ঘটনা সাজিয়েছেন। লিখেছেন তিনটে টাইমলাইনে। একটি ওসমান, একটি খিজির আরেকটি আনোয়ারের। যেটিকে শেষে এসে মিলিয়ে দিয়েছেন দারুণভাবে। বইটি সকলের জন্যে অবশ্যপাঠ্য। নিজেদের স্বাধীনতা পূর্ব পূর্ববাংলা বা বর্তমান বাংলাদেশ এর থেকে সুন্দর করে উপস্থাপন করা সম্ভব না।"** চিলেকোঠার সেপাই আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কালজয়ী সৃষ্টি। অত্যন্ত সাবলীলভাবে সহজ ভাষায় ঊনসত্তরের অভ্যুত্থানে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের ভূমিকা তুলে ধরেছেন। ছাত্র সংগঠনের পাশাপাশি জনসংগঠকদের ত্যাগের বিবরণ দিয়েছেন। মানুষের মুক্তির আকাঙখার পাশাপাশি একাকীত্বের করুণ পরিনতিও এ উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিষয়। ভাষাশৈলী ও অলঙ্করণ ভাব প্রকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ঊনসত্তরের গনআন্দোলনে সর্বশ্রেণীর সাচ্ছন্দে অংশগ্রহণ, গ্রামীণসমাজে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে কুসংস্কারের ব্যবহার, একাকীত্ব, প্রেম প্রভৃতি এবং এগুলির নির্মাণে ভাষার সার্থক ব্যবহার এ উপন্যাসের অন্যতম মূল উপজীব্য বিষয়।"চিলেকোঠার সেপাই – এ দেশের রাজনীতির পাকিস্তান পর্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আন্দোলন ঊনসত্তরের গনআন্দোলনকে

Copyright @ 2023 Author

ISSN: 2278-4632
Vol-13, Issue-06, No.01, June : 2023

ইলিয়াস যে ভাবে শিল্পসম্মতভাবে পুনর্নির্মান করেন তা আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে বাস্তবিকই অভূতপূর্ব।" হাড্ডি খিজিরের মত অবহেলিত মানুষরা যেমন আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েছে, আবার আন্দোলনের অজুহাতে সুবিধাভোগী কিছু মানুষ সম্পদ লুট করেছে। শহরে যেমন আন্দোলন গড়ে উঠেছে, গড়ে উঠেছে গ্রামেও। আলতাফ, আলাউদ্দীনের মত মানুষের হাত ধরে শহরে গড়ে ওঠে আন্দোলন। আবার গ্রামেও আলিবক্সের মত সংগঠকদের দেখা মেলে। আনোয়ার গ্রামে গিয়ে চাষাভুষা মানুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রুখে দাড়িয়েছে অত্যাচারের,শোষণের।কুসংস্কারকে ব্যবহার করা হয়েছে শোষনের মাধ্যম হিসেবে। আফসার গাজী ও খয়বর গাজীর মত জোতদারেরা নিরীহ মানুষদের খুন করে চালিয়ে নেয় বিভিন্ন অজুহাতে। গোয়ালের গরু চুরি করে দেয় খোয়াড়ে। আবার সেই গরু আনতে গেলে টাকা নেয়ার জন্যে নানা ফন্দি করে। এমন কি পঁচার বাপ কে জীবন দিতে হয়। তাছাড়া, প্রাচীন অধিবাসী বটগাছের কান্ড বা ডাল কাটলে তার অমঙ্গল হয়। এ অজুহাতে প্রাণ যায় চেংটুর। যদিও স্পষ্ট করে উল্লেখ নেই, তবে যথেষ্ট প্রমাণপাওয়াযায়।আন্দোলন, একাকীত্বের মাঝেও প্রেম-ভালোবাসা ম্লান হয়ে যায়নি। আলাউদ্দীনের মামা রহমতউল্লাহর মত পাকিস্তানী দালালদের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালত হলেও তারই মেয়ে সেতারার সাথে আলাউদ্দীনের সম্পর্ক খোয়া যায়নি। প্রণয় থেকে পরিণয় লক্ষ করা যায় এ উপন্যাসেই। আবার, অভাব অভিযোগের মাঝেই টিকে থাকে খিজিরের সংসার। ওসমানও স্বপ্ন দেখে রেনুকে নিয়ে-**"গ্রহ নক্ষত্রের ফোকাসে গোলাপি নীল, নীলচে নীল, গোলাপি সাদা এবং নীলচে সাদা আকাশের নিচে এবং পানিকাদা কফথুথু গুমুতের ওপর পা টানতে টানতে ওসমানের চেহারায় নতুন দাগ পড়ছে। এখন খাকি বলো কালো বলো, সবুজ বলো সাদা বলো – কারো সাধ্যি নাই যে তাকে সেই ওসমান গনি বলে সনাক্তকরে।"১৪** ভাষাশৈলী ও অলঙ্করণ উপন্যাসটিকে প্রাঞ্জল আর বাস্তবনির্ভর করেছে। খিজিরের মত মানুষের ভাষা দিয়েই তাকে রুপায়ন করা হয়েছে। তাদের ব্যবহার্য গলিগুলো হুবহু উঠে এসেছে। উদাহরণস্বরুপ, খিজির বলে- **"আজাইড়া প্যাচাল পাড়িস না! আউজকা ভাড়া লইবো ক্যাঠায়?"আবার গ্রামকেও সেভাবেই তুলে ধরা হয়েছে। যেমন, চেংটুর লাশ পাওয়া গেলে নাদু পরামাণিক বিলাপ করতে করতে বলে- "চেংটু হারামজাদা তোর নাফপাড়া কোটে গেলো? বেল্ল্যামানষের ব্যাটা, চাষাভূষার ব্যাটা, তুই যাস বড়োলোকের সাথে তাল দিবার?" ১৫**ভাষার ব্যবহার নিম্নশ্রেণীর লোকদের প্রত্যক্ষ উপস্থিতিনির্দেশকরে।চিলেকোঠার সেপাই নামকরণের উদ্দেশ্য আমার জানা নেই। তবে যতটুকু মনে হয়েছে, এখানে চিলেকোঠার বাসিন্দা ওসমানকেই নির্দেশ করা হয়েছে।এই মানুষটি চিলেকোঠার নির্জন ঘরটিতে বাস করে। গনঅভ্যুত্থানে তার শুধু সমর্থনই নেই, বরং তার প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণও রয়েছে। উপন্যাসের মাঝামাঝি থেকে তার স্মৃতি বিভ্রাট দেখা দেয়। একেবাওে শেষ এপিসোডে দেখা যায়, সব বন্ধন ছিন্ন করে দরজা ভেঙ্গে এগিয়ে চলে মৃত খিজিরকে অনুসরণ করে। সেপাই শব্দটি ব্যবহারের সার্থকতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমার কাছে দু'টি বিষয় পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রথমত, ওসমান ছিলেন চিলেকোঠায় বসবাসরত ভাড়াটিয়া। তথাপি, তার সাথে রানুদের পরিবারের একাগ্রতা লক্ষ করা যায়। ওদের পরিবারের যেকোন সিদ্ধান্তে ওসমানের গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। আবার রানুকে সে পড়ায়। এমনকি ভালোবাসেও। এক্ষেত্রে সে সেপাই বা রক্ষকের ভূমিকা পালন করে। দ্বিতীয়ত, সে গণআন্দোলনের একজন সেপাই। তিনি মিছিল পেলেই ছুটে যেতেন, যোগ দিতেন মিছিলে। সর্বশেষ খিজির তাকে মিছিলে ডাকে কিন্তু তিনি যেতে পারেন না। সেই মিছিলে মিলিটারির গুলিতে শহিদ হয় খেটে খাওয়া শ্রমিক হাড্ডি খিজির। এই ঘটনার পর থেকে সে কারণে অকারণে খিজিরের নামে প্রলাপ করতে থাকে। সুতরাং, গণআন্দোলনে ওসমানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহণ তাকে সেপাই বা রক্ষকের ভূমিকায় করেছে।পরিশেষে, আন্দোলনে গণমানুষের অত্যাচার থেকে মুক্তির চিরন্তন আকাঙ্খা ফুটে উঠেছে সফলভাবে। কুসংস্কারের হেতু তলে ধরা হয়েছে অভিনব পদ্ধতিতে। কেন কুসংস্কার তৈরী হয় কিংবা কারা এর শিকার, সেটা উন্মোচন করে দিয়েছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। প্রেম ভালোবাসাও জীবনের অনুসঙ্গ হিসেবে উঠে এসেছে

Copyright @ 2023 Author

ISSN: 2278-4632
Vol-13, Issue-06, No.01, June : 2023

সফলভাবে–**"গল্প হবে কেন? ইতিহাসের কথা।ইতিহাসের কথা নিয়া মানুষ গল্প করে না? নাটক নভেল লেখে, বায়স্কোপ করে।। ইতিহাস কি তাই কেচ্ছা হয়ে যায়?"১৬** আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই' নানা কারণেই গুরুত্বপূর্ণ একটি উপন্যাস। উপন্যাসের যারা বিদগ্ধ পাঠক তারা এর নানা দিক নিয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা–সমালোচনা করেছেন। এর শৈল্পিক দিক ও আঙ্গিক দিক নিয়েও আলোচনা হয়েছে বিস্তর। উপন্যাসের সামাজিক বাস্তবতাও উঠে এসেছে অনেকের আলোচনায়। তবে আমার বিবেচনায় ষাটের দশকের বাংলাদেশ বুঝতে এই উপন্যাসের স্মরণ না নিলে তাদের বুঝতে পারাটা পূর্ণতা পাবে না।রাজনীতির নানা ঘটনা পরম্পরা উঠে এসেছে এই উপন্যাসে। সেখানে চিত্রিত হয়েছে, একদল কীভাবে দিনের পর দিন ধরে বিনির্মাণ করে চলেছেন উনসত্তর। আবার তারাই হারিয়ে যাচ্ছেন; এর বিপরীতে উঠে আসে আরেক শক্তি। তারাই প্রবল বেগে প্রভাব বিস্তার করছেন সেই বিনির্মিত উনসত্তরের পাটাতনের ওপর। এর মাঝেও ফুটে উঠেছে মানুষের বৈশিষ্ট্য, চরিত্রের নানা দিক। গল্পে গল্পে এগিয়ে গেছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন সংগ্রাম। শত কুসংস্কার নিয়েও আন্দোলনে তুখোড় ভূমিকা নিচ্ছেন এক 'প্রান্তিকজন', আবার 'আধুনিক শিক্ষা' নিয়েও সেই ভূমিকা থেকে একটু দূরবর্তী অবস্থান নিচ্ছেন, শুধু তার শ্রেণি চরিত্রের কারণে। অন্ত্যজনের ভাষা, জীবন, লড়াই ও স্বপ্ন যেন বাঙময় হয়ে উঠেছে উপন্যাসে।উনসত্তরের ঢাকার চিত্র পাওয়া যাবে নানা বর্ণনায়। সবচেয়ে বড় উপমা পাওয়া যায় মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন ওসমানের কথায়। তিনি প্রায়ই বলে চলেন–"দিকে দিকে আগুন জ্বালা..." তার এ কথাতেই যেন পূর্ণতা পায় উনসত্তরের ঢাকা। তার পরের দিন রেসকোর্সের ময়দানে ৭ মার্চের জনসভা নিয়ে ওসমানের বয়ান–**"বলতে গেলে আগুন ও পানির পটভূমিতে বিশাল জনসভা দ্যাখার আশায় ওসমান পরদিন গেলো রেসকোর্সে। রেসকোর্সে দারুণ ভিড়। কয়েক লক্ষ মানুষ মিটিং শেষ করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বিশাল মাঠ পেরিয়ে লোকজন কাঠের রেলিং ডিঙিয়ে রাস্তায় নামছে। সবাই কথা বলছে, সবাই স্লোগান দিচ্ছে, 'জেলের তালা ভেঙেছি, শেখ মুজিবকে এনেছি।' এ চলন্ত সমাবেশে ১টি ছোট্ট ঢেউয়ের মতো দুলতে দুলতে ওসমান সামনে এগোয়। কিন্তু নাঃ! আগুন কোথায়? এই রেসকোর্স পার হয়ে শাহবাগ এ্যাভেন্যুতে সে দিন ছিলো বুড়িগঙ্গার স্ফীত প্রবাহ, তার ওপর জ্বলছিল আগুনের স্রোত। আজ কি আবার শুকনো ও নেভানো রাস্তা জেগে উঠলো? আগুন কোথায়? নদী কি শেষ পর্যন্ত আগুন নিভিয়ে ফের ফিরে গেছে নিজের খাতে? এই কয়েকদিনে কারফ্যু দিয়েও যে আগুন নেভানো যায়নি। আজ এতো মানুষ বেরিয়ে এলে কি সালার আগুন একেবারে নিভে গেলো?"১৭ এই** সময়ের তরুণ প্রজন্ম। তারাই প্রথম নতুন রাজনীতি নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। সেই রাজনীতির নাম 'বাংলাদেশ আন্দোলন'। সদ্য প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান থেকে মোহমুক্তি হতে সময় লাগেনি তাদের। একটি নতুন রাষ্ট্র গড়ে তোলার স্বপ্নে বিভোর ছিলো ওই প্রজন্ম। একটি গণতান্ত্রিক স্যেকুলার রাষ্ট্র ও সমাজ গড়ার প্রত্যয় ছিল সেখানে। মুসলিম আত্মপরিচয়ে সন্তুষ্ট করতে পারেনি বলেই ভিন্ন আত্মপরিচয়ের সন্ধানে তোলপার হয়েছে ষাটের দশক। সেটি খুঁজতে গিয়ে তারা নির্মাণ করেছেন ভিন্ন রাজনীতির জমিন। সে জমিনে ছিল গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, স্যেকুলারিজম ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ। সেই রাজনীতির মধ্যে ছিল না লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়নের আকাঙ্ক্ষা। উল্লেখ্য, লাহোর প্রস্তাব ছিল দ্বি–জাতিতত্ত্বের জনক। তারা 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠা করতে চায়নি। এটা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ছিল না, এটা ছিল স্বাধীনতার লড়াই। সেখানে নানা মতের পথের মানুষ এক হয়েছিলেন। কোনো কোনো মত ও পথ নেতৃত্বের সামনে চলে আসে, কোনো কোনো মত ও পথ ঢাকা পড়ে যায়। রাজনীতির কূট কৌশলের নানা চোরাবালিতে হারিয়ে যায়, এমন মতের পথের পথিক, যারা সত্যিকার অর্থেই গড়ে তুলেছিল স্বাধীকারের লড়াইয়ের পাটাতন।এনিয়ে বিস্তর আলোচনা চলে দুই পক্ষে। একপক্ষে আনোয়ার অপর পক্ষে আলতাফ, মাঝখানে আলোচনায় অংশ নেয় ফরিদ। তাদের কথোপকথন— **"আনোয়ার : ভাষা, কালচার, চাকরি–বাকরিতে সমান অধিকার, আর্মিতে মেজর জেনারেলের পদ পাওয়া–এসব ভদ্র লোকের প্রব্লেম। এই ইস্যুতে ভোটের রাইট পাওয়ার জন্য মানুষের এত বড় আপসার্জ হতে পারে? পারে মানুষ গণতন্ত্রের জন্য যুদ্ধ করতে পারে।ভোটের**

Copyright @ 2023 Author

 ISSN: 2278-4632
Vol-13, Issue-06, No.01, June : 2023

রাইট পাওয়ার জন্য মানুষ প্রাণ দেবে? দেবে। স্বাধীনতা গণতন্ত্রের জন্য মানুষ যুগে যুগে প্রাণ দিয়ে এসেছে।ভোট দিলেই কি সব মানুষের গণতন্ত্র আসে?আসে। ভোট দেওয়ার অধিকার গণতন্ত্রের জন্য একটা বড় শর্ত। তোমরা ভোট নিয়ে তোমাদের প্রগ্রাম অনুসারে কাজ করতে পারবে।ভোটে মিডল ক্লাসের লোক আসবে। দেশের অধিকাংশ মানুষের প্রব্লেম তারা বুঝবে কি করে?বেশ তো, আমরা না হয় মিডল ক্লাসের সমস্যাই সমাধান করার চেষ্টা করলাম। ফরিদের এই কথার সঙ্গে আলতাফ যোগ করে–,সব দেশে মধ্যবিত্তই নেতৃত্ব দেয়। রেভ্যুলিউশনের লিডারশিপ মধ্যবিত্তের হাতে থাকে না? লেনিন কি প্রলেতারিয়েত? তোমাদের চৌ এন লাই?আনোয়ার একটু জোরে বলে কিন্তু পিপলের স্পনটিনিয়াস আপসার্জকে ভদ্র লোকের শখ মেটাবার জন্য ইউজ করার রাইট তোমাদের কে দিল? আপসার্জ তো আকাশ থেকে পড়ে নি। এর জন্য প্রস্তুতি নিতে হয়েছে। এই প্রস্তুতি নেওয়ার কাজ করেছে কোন অর্গানাইজেশন। বলো, দিনের পর দিন মিটিং করে জেল খেটে...”১৮ ইতিহাসে ঢাকা পড়ে যায় তাদের অর্জন। কিন্তু ষাটের দশকের বিপ্লবী উত্থানের তেজ ধারণ করেছিল তারাই। তাদের নামই হয় চেংটু, হাড্ডি খিজির, আলী বক্স, কেরামত আলী। সেই মানুষ, সেই রাজনীতি সব কি বৃথা।আনোয়ারের ভাষায়–**“মানুষ কি রকম কনসাস আর মিলিট্যান্ট হয়ে উঠছে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। গ্রামের যারা মাথা, তিন জেনারেশন ধরে যারা ইনফ্লুয়েন্স খাটিয়ে আসছে, কর্নার্ড হতে হতে তাদের অবস্থা এরকম হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, ঘোরতর মুসলিম লীগারও পর্যন্ত শেখ মুজিবের রিলিজ চায়। না হলে তাদের সেভ করবে কে।”১৯** গ্রামের ধনী জোতদার খয়বার গাজী। পুরুষাণুক্রমে তাদের প্রভাব। মানুষ খুন, অন্যের জমি হাতিয়ে নেয়া থেকে হেন কোনো অপকর্ম নাই যা সে করে নাই। দরিদ্র চাষীদের গরু চুরির হোতাও এই খয়বার গাজী। তার বিচার হয় গণ–আদালতে। বিচারে তার মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা করা হয়। রায় কার্যকর করার জন্য প্রস্তুত চেংটু। তার কয়েক পুরুষ খয়বার গাজীর অনুগত। চেংটু যখন কুড়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে যায়, তখন–**“এইবার খয়বার গাজী মুখ তুলে চেংটুর দিকে সরাসরি তাকাবার চেষ্টা করে। তার ধারণা চেংটুর সঙ্গে চোখাচোখি হলে চাষার ছেলে একটু দমে যাবে। কিন্তু খয়বারের চোখ নিষ্প্রভ, সে দৃষ্টি বঞ্চিত হয়ে এদিক ওদিকে ঘুরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে নিচের দিকে। পান জরদায় খয়েরি ঠোঁটজোড়া খুব কাঁপছে, কাঁপন থেকে মনে হয় না সেগুলো কোনো শব্দ বের করতে সক্ষম।”২০** আসলে বিপ্লব মনেই চোখে চোখ রেখে কথা বলার সাহস। সেই সাহস অর্জন করেছিল এই গণ্ডমুর্খ চাষার ছেলে চেংটু। বরং প্রভাবশালী খয়বারও তার দিকে তাকাতে সাহস পাচ্ছিল না।পরে আন্দোলন দানা বেধে ওঠে ঠিকই, দিকে দিকে স্লোগান ছড়িয়ে পড়ে, ‘তোমার আমার ঠিকানা —পদ্মা মেঘনা যমুনা।’ এর পাশাপাশি লাশ পড়ে যায় চেংটুর। পুলিশের গুলিতে নিহত হন হাড্ডি খিজির। নিহত হয় আলী বক্স।কী করে এত বড় একটি শক্তির উদ্বোধন হলো, আবার কি করেই বা তা হারিয়ে গেল। সে কি শুধুই প্রতিবিপ্লবের ফলাফল। নাকি তাদের নেতৃত্বহীন ও দিশাহীন রাজনীতির কারণে এভাবে হারিয়ে যাওয়া, নাকি ভ্রান্ত রাজনৈতিক চোরবালিতে নির্বাপিত হল সবকিছু, নাকি তারা শ্রেণি প্রশ্নের সঙ্গে জাতিগত নিপীড়নের সম্পর্কের সমীকরণ মেলাতে পারেন নি? সেটা ব্যাখ্যা করবেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকগণ, কিন্তু এই উপন্যাসে তার কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। কারো দীর্ঘশ্বাসে সে বেদনার প্রকাশ নেই।সে সময়ও দেশের আমলাদের মেরুদণ্ড বোঝা যায় একটি ঘটনায়। তরুণ সেকশন অফিসার যখন আত্মীয়ের বাসা থেকে ট্যাক্সি যোগে নবপরিণীতাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরছিলেন, তখন বেশ রাত। ট্যাক্সি চালচ্ছিলেন হাড্ডি খিজির, সে গণ–আন্দোলনের তুখোর কর্মী। ট্যাক্সিটি যখন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা পার হচ্ছিল, তখন এনএসএফের গুণ্ডারা তার ট্যাক্সি থামায়। গুন্ডারা ট্যাক্সি থেকে সেকশন অফিসারের নববধূকে তুলে নিয়ে যায় স্ফুর্তি করার জন্য।এ সময় হাড্ডি খিজির সেকশন অফিসারকে বলেন, ‘চলেন স্যার,

 Copyright @ 2023 Author

 ISSN: 2278-4632
Vol-13, Issue-06, No.01, June : 2023

থানাই যাই গিয়া, নীলক্ষেত ফাড়িতো কাছেই। লোকটি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়।' খিজির ফের বলে-**"অহনও টাইম আছে, থানায় চলেন। লোকটি ফোপাতে ফোপাতে জবাব দেয়, 'এদের চেনো? এরা এনএসএফের গুণ্ডা, আইয়ুব মোনেম খানের বার্স্টার্ড এরা।"**২১খিজির তাড়া দেয়- **'লন যাই, ইউনিভার্সিটির এতগুলি হল এহানে, পোলাপানেরে খবর দেই, চলেন স্যার।'**২২লোকটার ফোপানো কণ্ঠস্বর ফের গুমড়ে ওঠে-, **'না, তা হয় না। আরো বিপদ হবে। ওরা এক ঘন্টা ওয়েট করতে বলল না? এসে আমাকে না পেলে ফায়ার হয়ে যাবে। চাকরি-বাকরির কথা সব বলে ফেললাম, শুয়োরের বাচ্চারা আমার ক্যারিয়ার নষ্ট করে দেবে।"২৩** ষাটের দশকের সবচেয়ে চরমতম অবস্থান ছিল উনসত্তরের গণ-অভুত্থান। ষাটের দশকের বিপ্লবী প্রজন্মের উত্থানের ফলাফল হল একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। কিন্তু উনসত্তর ও একাত্তরের মাঝে কী যেন একটা তফাত ছিল। সে সময়ের উত্থানের মূল নায়কেরা যেন কোথায় হারিয়ে গেল। কী এক অজানা ঝড়ে তাদের আর হদিস পাওয়া যায় না। তাদের সকলেই একজন চেংটুর মতই লাশ হয়ে যায়।মানুষ এগিয়ে যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু কারো জন্য সময় অপেক্ষা করে না। উনসত্তরকে না বুঝলে একাত্তরে পৌঁছানো সম্ভব নয়। উনসত্তর এবং একাত্তরের এই প্রভেদ বোঝা দরকার নানা কারণেই। বিশেষত, উনসত্তরের মূল পাটাতন নির্মাতাদের হারিয়ে যাওয়া আর আরেক শক্তির উত্থান বোঝা জরুরি। যাকে নানা অপকর্মের জন্য মানুষ গণ-আদালত বসিয়ে মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছে, আরেক শক্তির আবির্ভাবে তারা ছাড়া পাচ্ছে আর লাশ পড়ছে চেংটু আর আলী বক্সের।উনসত্তরকে যারা বুঝতে চান তাদের জন্য আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের এই উপন্যাস। উনসত্তরকে বোঝার জন্য এমন উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে বিরল। একে উনসত্তরের মহাকাব্য বললে হয়ত অত্যুক্তি হবে না।স্বল্প জীবনে অল্প লিখে যারা বেশি সুনাম কুড়িয়েছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাদের মধ্যে একজন। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস মাত্র চুয়ান্ন বছর বেঁচেছিলেন। স্বল্প জীবনে লিখেছেন অল্প কিন্তু নিজেকে বাংলা সাহিত্যের আকাশে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন অনায়াসে। লিখেছেন দুটি উপন্যাস, একটি প্রবন্ধআরকয়েকটিছোটগল্প। তার সাড়া জাগানোউপন্যাসবহুলআলোচিত গ্রন্থ।'চিলেকোঠার সেপাই' উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে রচিত। এটি আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচিত একটি মহাকাব্যিক উপন্যাস। চিলেকোঠায় বাস করেও স্বাধীনতার লক্ষ্যে গড়ে ওঠা বৃহত্তর আন্দোলনের জোয়ারে একজন সাধারণ মানুষের যোগ দিতে সক্ষম হওয়ার এক গল্প চিলেকোঠার সেপাই- এ আমরা দেখতে পাই। রাজনীতির নানা ঘটনা পরম্পরা উঠে এসেছে এই উপন্যাসে। সেখানে চিত্রিত হয়েছে, একদল কিভাবে দিনের পর দিন ধরে বিনির্মাণ করে চলেছেন ঊনসত্তর। আবার তারাই হারিয়ে যাচ্ছেন; এর বিপরীতে উঠে আসে আরেক শক্তি। তারাই প্রবল বেগে প্রভাব বিস্তার করছেন সেই বিনির্মিত ঊনসত্তরের ঘটনাপ্রবাহের ওপর। এর মাঝেও ফুটে উঠেছে মানুষের নানা ধরনের বৈশিষ্ট্য, চরিত্রের নানা দিক। গল্পে গল্পে এগিয়ে গেছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন সংগ্রাম। শত কুসংস্কার নিয়েও আন্দোলনে তুখোড় ভূমিকা নিচ্ছেন এক 'প্রান্তিকজন', আবার 'আধুনিক শিক্ষা' নিয়েও সেই ভূমিকা থেকে একটু দূরবর্তী অবস্থান নিচ্ছেন, কেবল তার শ্রেণি চরিত্রের কারণে।৬৯-এর মিছিল বর্ণনায় লেখকের যে ভাবাবেগ বইটিতে আমরা দেখতে পাই তা বাস্তবতাবোধেরই সম্প্রসারণ। তাই তো মিছিলের উত্তাপ, অস্তিত্ব-বিচ্ছিন্ন ওসমান চরিত্রটিকেও আলোকিত করতে পেরেছিল। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা ও বগুড়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের ঘটনাপ্রবাহ একসূত্রে গ্রথিত হয়েছে এই উপন্যাসে। নগরকেন্দ্রিক মুসলিম লীগপন্থি নব্য সুবিধাভোগী শ্রেণির সঙ্গে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবৃত্তশ্রেণির দ্বন্দ্ব ও গ্রামকেন্দ্রিক আইয়ুবী গণতন্ত্রীদের দৌরাত্ম্য ও শোষণ এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিষয় হিসেবে চিত্রিত হয়েছে লেখকের অনবদ্য কলমের ছোঁয়ায়। অন্যদিক থেকে ভাবলে এর প্রধান চরিত্র বলা যায় হাড্ডি খিজিরকে, যে কিনা ওসমানের বাড়িওয়ালার ভাগ্নের গ্যারেজ দেখাশোনা করে। 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসটি ১৯৮০-এর দশকের শুরুতে 'রোববার'

 Copyright @ 2023 Author

ISSN: 2278-4632
Vol-13, Issue-06, No.01, June : 2023

নামের সাপ্তাহিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় এবং ১৯৮৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র ওসমান গণি ওরফে রঞ্জু দেশভাগের কারণে উদ্বাস্তু হয়ে ঢাকায় আসে। ওসমানের বাবা থেকে যান ভারতে, বাবা বেঁচে আছে কি না তা-ও জানে না সে। সবকিছু থেকে সে এতটাই বিচ্ছিন্ন আর ছিন্নমূল যে ঢাকার ঘিঞ্জি গলির মধ্যে এক বাড়ির চিলেকোঠায় বাস করাই তার জন্য যথাযথ হয়। পাকিস্তানি শাসকদের শোষণের বিরুদ্ধে ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে শহর, নগর, বন্দর, গঞ্জ, নিভৃত গ্রাম, এমনকি যমুনার দুর্গম চর এলাকা কেঁপে কেঁপে উঠছে। প্রতিদিন মিটিং, মিছিল, গণআদালত, কারফিউ ভাঙা এবং ক্ষোভ ও বিদ্রোহে সব স্থানের মানুষ তখন মুক্তির লক্ষ্যে উন্মত্ত। ওসমান গণি সবকিছু দেখে, শোনে, মিছিল-মিটিংয়েও যায়। কিন্তু কোনো কিছুতেই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে না। চিলেকোঠার চার দেয়ালে আবদ্ধ থেকে তার দিন কাটে। তারই সহনামী প্রতিবেশী কিশোর রঞ্জুর প্রতি তার ভালোবাসা কাজ করে। কিন্তু রঞ্জুর তরুণী বোন রানুকে ওসমান অবচেতন মনে ভালোবেসে ফেলে ।এছাড়া এক নেতায় বিশ্বাসী আলাউদ্দিন, ভোটের রাইট প্রার্থী আলতাফ, রাজনীতি বিশ্লেষক বামপন্থি আনোয়ার, রিকশাওয়ালা হাড্ডি খিজিরসহ বিভিন্ন ধরনের মানুষ তার চারপাশ ঘিরে থাকে। একটি বিশেষ সময়ের সবধরনের মানুষকে লেখক এই উপন্যাসে এক ফ্রেমে আবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন। শহরের আধুনিক উচ্চবিত্ত বুদ্ধিজীবীর পাশাপাশি বস্তির খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের চোখে একটি গণআন্দোলনের প্রকৃত চেহারা লেখকের অসামান্য বর্ণনা-নৈপুণ্যে পাঠকের সামনে উন্মোচিতহয়েছে।ওসমানের বন্ধু আনোয়ার বামপন্থি রাজনীতির সক্রিয় সদস্য। যমুনার দুর্গম চর এলাকায় গ্রামে গিয়ে মহাজন জোতদারসহ শোষকশ্রেণির ভয়াবহ রূপ দেখে নিজ শ্রেণির উপরে তার ঘৃণা জন্মায়। আরেক চরিত্র হাড্ডি খিজির একটু আলাদা ধরনের রুক্ষ মানুষ। এক নেতায় বিশ্বাসী আলাউদ্দিন মিয়ার রিকশার গ্যারেজে থেকে রাজপথের মানুষের সঙ্গে মিছিল করে স্লোগান দিতে তার ভালোলাগে। সময় আর সুযোগ পেলেই তাই চলে যায় মিটিং-মিছিলে। এক ভরা জনসভায় ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রসঙ্গ উঠলে হাড্ডি খিজির নির্ভয়ে মহাজনের বিরুদ্ধে কথা বলে। গণঅভ্যুত্থানে ভীত শাসকদের আরোপ করা সামরিক শাসন এবং নির্যাতনের পরিপ্রেক্ষিতে চারপাশের মানুষের মধ্যে এক বিহ্বলভাব লক্ষ্য করা যায় যা ওসমানের মনকে আলোড়িত করে।ঊনসত্তর যে স্বাধীনতা আন্দোলনকে চূড়ান্ত রূপ দেয় এবং এই ঊনসত্তরই যে হাজার বছরের বাংলার শোষণ মুক্তির হাতিয়ার তা লেখক ওসমানের চিন্তায় এবং চোখে দেখিয়েছেন। অবশেষে ওসমানকে বিচ্ছিন্ন ঘর থেকে তাকে বেরিয়ে পড়তে প্ররোচনা দেয় গণঅভ্যুত্থানের সদস্য হওয়ার অপরাধে মধ্যরাতে কারফিউ চাপা রাস্তায় মিলিটারির হাতে প্রাণদ- দ-িত হাড্ডি খিজির। সমাজের তথাকথিত নি¤œস্তরের সামান্য একজন শ্রমিকই ওসমানের মুক্তি আকাক্সক্ষী সত্তাকে জাগিয়ে তোলে প্রবলভাবে। ওসমানকে আটকে রাখার জন্য বন্ধুদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। নিহত খিজিরের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে সে ঘরের তালা ভেঙে সবার অগোচরে রাস্তায় বেরিয়ে আসে। চিলেকোঠার বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে ওসমানের সামনে অজস্র পথ খুলে যায়। মূলত, চিলেকোঠার চার দেয়ালের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বিচ্ছিন্নতা ও আত্মপ্রেমের বন্ধন থেকেও তার মুক্তি ঘটে।বৃহত্তর গণআন্দোলনের জোয়ারে অবশেষে ওসমান একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে মিশে যেতে সক্ষম হয়। লেখক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস জাতীয় রাজনীতির অন্তঃস্বরূপকেও প্রত্যক্ষ করেছেন নিরাসক্ত দৃষ্টিতে। ঊনসত্তরের প্রবল গণ-আন্দোলনের টানে জাতীয় মুক্তির সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত হলেও সাধারণ মানুষের জীবন ধরনের গুণগত পরিবর্তন দুঃস্বপ্নই থেকে যায়। ওসমানের আত্ম-রূপান্তরে এ-কারণেই সম্ভবত তার শ্রেণিসত্তার বিলুপ্তি নির্দেশ করেন ঔপন্যাসিক। বাঙালির মুক্তি আন্দোলন শেষ পর্যন্ত মধ্যবিত্তের স্বপ্ন ওসংগ্রামেপরিণতহয়। শহরের বস্তি থেকে শুরু করে যমুনার দুর্গম চর এলাকা পর্যন্ত উপন্যাসটি বিস্তৃত হয়েছে। লেখকের অতি সূক্ষ্ম এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণ শক্তিতে উপন্যাসে একটি আলাদা দ্যোতনা

Copyright @ 2023 Author

ISSN: 2278-4632
Vol-13, Issue-06, No.01, June : 2023

সৃষ্টি হয়েছে। লেখকের অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লেখায় ঘটনার সঙ্গে চরিত্রের বাস্তবতা, কল্পনা, চেতনা অন্তঃচেতনার মিশ্রণে বইটিতে পাঠক নতুন দৃষ্টিতে জীবনকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। ইতিবাচক রাজনীতির উপস্থাপনায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্বরূপটি উপস্থাপনে 'চিলেকোঠার সেপাই' একটি অসাধারণ উপন্যাস নিঃসন্দেহে।

তথ্যসূত্র-

১. ইলিয়াস আখতারুজ্জমান : " চিলেকোঠার সেপাই", 'ভূমিকা', প্রতিভাস পাবলিশার্স,১৮ এ গোবিন্দ মণ্ডল রোড,কোলকাতা-৭০০০০২, প্রথম প্রতভাস সংস্করণ-মার্চ-২০২১,আই.এস.বি.এন-৯৭৮-৩৩৮-৪২৬-৫৯৬০, পৃষ্ঠা -৮

1. **তদেব-পৃষ্ঠা-৩৪**
2. **.তদেব- পৃষ্ঠা -৫৬**
3. **তদেব- পৃষ্ঠা -৩২**
4. **তদেব পৃষ্ঠা -১৫৬**
5. **.তদেব- পৃষ্ঠা -৮৭**
6. **.তদেব- পৃষ্ঠা -১৯৪**
7. **.তদেব- পৃষ্ঠা -২৬৭**
8. **তদেব-পৃষ্ঠা-৮৯**
9. **তদেব -পৃষ্ঠা-৯১**
10. **.তদেব -পৃষ্ঠা-১৩৪**
11. **তদেব -পৃষ্ঠা-১৪৪**
12. **.তদেব -পৃষ্ঠা-৭৮**
13. **তদেব -পৃষ্ঠা-১৫৯**
14. **.তদেব -পৃষ্ঠা-১২৩**
15. **.তদেব -পৃষ্ঠা-১২৭**
16. **.তদেব -পৃষ্ঠা-৯৮**
17. **.তদেব -পৃষ্ঠা-১৯৮**
18. **.তদেব -পৃষ্ঠা-২৯১**
19. **তদেব -পৃষ্ঠা-১৯৪**
20. **তদেব -পৃষ্ঠা-৪৩**
21. **.তদেব -পৃষ্ঠা-৯০**
22. **তদেব -পৃষ্ঠা-৯১**

Copyright @ 2023 Author